

## পর্ব-৬, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

Team Lost Modesty

November 10, 2019

9 MIN READ

বাবা মাকে রাজি করানোর সময় তাদের সাথে বেয়াদবি করা যাবেনা। ভদ্রভাবে বোঝাতে হবে। ঠান্ডা মাথায় তাঁদের কথা শুনবো আমরা। তাঁরা কী চান, আমাদের বিয়ে নিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী এগুলো ভালোমতো শুনে নিব। তাঁদের মনের কথা না জানলে আমরা তাঁদের পটাতে পারবনা। কঠিন হয়ে যাবে। সব বিষয়ে ইস্তেখারা করবো, হুটহাট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবনা। এই বয়সটাতে মানুষ আবেগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। দুনিয়ার সব মেয়েকেই বিবাহ উপযোগ্য পাত্রী বলে মনে হয়। বাবা মার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো। পাত্রী দেখা, পাত্রীর অভিভাবকদের সাথে কথোপকথন সবক্ষেত্রেই বাবা মা সঙ্গে রাখবো, গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করবো।

এখানে একজন মিডলম্যান থাকলে খুব ভালো হয়। প্রব্লেম সল্ভার টাইপের। যিনি তোমার এবং তোমার বাবা মার সঙ্গে কথা চালাচালি করবেন। লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কারণে অনেক ছেলে তাঁদের বাবামাকে চাহিদার কথা বলতে পারেনা, ঠিকমতো বোঝাতে পারেনা। তো যদি অন্য কেউ ছেলের হয়ে বাবা মাকে বোঝাতে পারেন তাহলে জটিলতা কমে যায়। খুঁজে দেখ, দুলাভাই, মামা, চাচা, কাজিন বা পাড়াতো কোনো বড়ভাই বা মুরুব্বি পাও কিনা যে তোমার হয়ে ওকালতি করবে।

মনে করো বিয়ে করার জন্য তোমার আর্থিক সামর্থ্য আছে। কিন্তু বাবা মা কোনোমতেই বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না। তুমি অনেক বুঝিয়েছো, অনেক চেষ্টা করেছো, কিন্তু তারপরেও কোনোমতেই বাবা মা রাজি হচ্ছেন না। এখন কী করবে? দেখ এই সমস্যার চিরন্তন সর্বজনীন কোনো সমাধান নেই। এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞ আলিম, অভিজ্ঞ ভাই, মুরুব্বীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের জন্য ওয়ালির (পুরুষ অভিভাবক) অনুমতি আবশ্যিক নয়। কোনো কোনো মাযহাব অনুসারে মেয়েদের বিয়ের জন্য পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি লাগবে। ছেলেদের জন্য লাগবেনা। তুমি যদি ব্যক্তিত্ববান হও, বিয়ের পরে অভিভাবকদের মধ্যে যে গ্যাঞ্জাম লাগবে, সেইটা ট্যাকল দেওয়ার যোগ্যতা থাকে, সাহস থাকে, তাহলে ইস্তিখারা করে এবং আলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ে করে ফেলতে পারো ইনশা আল্লাহ। আর যদি সেই যোগ্যতা, সাহস, কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা না থাকে তাহলে বিয়ে করবেনা। সবার করবে, আল্লাহর কাছে দু'আ করবে বেশি বেশি, দান সাদাকাহ করবে। বিয়ে করবে না।

অনেকেই আছে বাবা মাকে না জানিয়ে গোপনে বিয়ে করে ফেলে। তারপর বাবা মার কাছ থেকে বউ লুকিয়ে রাখে। মাসের পর মাস চলে যায়, বছর পার হয়ে যায়, বাবা মাকে ভয়ে বউয়ের কথা বলতেই পারেনা।

নারীবাদীরা অবশ্য মুখে স্বীকার করেনা। কিন্তু অন্তরে ঠিকই একটা হাহাকার থাকে। সব মেয়েরাই তাদের জীবন সাজায় বিয়েকে কেন্দ্র করে। কতো স্বপ্ন যে দেখে তারা বিয়ে নিয়ে ! বিয়ে, স্বামী, সন্তান, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে তারা কতো সুখ-ছবি আঁকে মনে মনে! এইসব পোলাপান মেয়েদের সারাজীবনের স্বপ্নগুলো স্টীম রোলার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। বিয়ে করে ঠিকই স্ত্রীর কাছ থেকে চোখের শীতলতা খুঁজে পায়, নিজের শরীরের চাহিদা মেটায়, কিন্তু স্ত্রীকে প্রাপ্য সম্মান, সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করে দেয়না। স্ত্রীর গর্ভে নিজের সন্তান আসার পরেও কাপুরুষের দলের সাহস হয়না বাবা মার সামনে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার। অনেকের কথা জানি যারা বিয়ে করে কিছুদিন 'ভোগ' (সরি টু ইউজ দিস ওয়ার্ড) করে চম্পট দেয়। স্ত্রীদের অসহায় করে ইউরোপ আমেরিকায় 'জ্যুনার্জন' করতে যায়। খোঁজ খবর রাখেনা। অনেকে গর্ভপাত পর্যন্ত করে। তথাকথিত দ্বীনি ভাইবোনদের মধ্যেই এমন কেইস আছে। এইসব ছেলেরা আঙ্গুল চোষা বাচ্চা রয়ে গেছে, এদের পুরুষের ভান করা উচিত না।

এইসব পোলাপানদের কানের নিচে থাপড়ানো উচিত সকাল বিকাল দুবেলা রুটিন করে। নিজের স্ত্রীর অধিকার আদায় করার

মুরোদ নেই, মায়ের সামনে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়ানোর মেরুদ্বন্দ্ব নেই, বিয়া করতে আইছো কেন মিয়া, যাওগা, গিয়া ফিডার খাও!

ভাই আমাদের যদি কমফোর্ট জোন থেকে বের হবার সাহস না থাকে তাহলে ভুলেও এই ভুল করবোনা আমরা। এটাতো স্পষ্ট ভয়ঙ্কর ধরণের জুলুম। একজন মেয়ের স্বপ্ন, মেয়ের জীবন নষ্ট করার, এভাবে কষ্ট দেবার কোনো অধিকার তোমার, আমার নেই। আল্লাহকে ভয় করি ভাই। আল্লাহ আর জুলুমের শিকার ব্যক্তির দু'আর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকেনা, সে যদি কাফির মুশরিক হয় তারপরেও। আল্লাহকে ভয় করি। ধ্বংস হয়ে যাবো। জ্বলে পুড়ে মরবো।

যদি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে আর বাবা মা বিয়ে দিতে কোনোমতেই রাজি না হয় তাহলে কী করবে ?

কী করবে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আবার চোখ বুলিয়ে নাও। আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। দু'আ করতে হবে দান সাদকাহ করতে হবে। ইস্তেগফার পড়তে হবে। তাহাজ্জুদের সালাতে সিজদায় পড়ে বেশি বেশি দু'আ করতে হবে। আল্লাহ রিযিকের ফায়সালা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

নিজের আর্থিক সামর্থ্য নেই দেখে বিয়ে করবনা বা বিয়ে করা যাবেনা এখন- এটা ভেবে বসে থাকবেনা। আগে চাকুরী পেয়ে নেই, আগে ব্যবসাটা গুছিয়ে ফেলি এসব চিন্তাভাবনা শয়তানের ধোঁকা। আর্থিক সামর্থ্য অর্জন এবং বিয়ের চেষ্টা একসাথে চলবে। আল্লাহর ওয়াদা নিজ চরিত্র রক্ষার্থে বিয়ে করতে যায় এমন যুবকদের তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। আত তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে এরকম বর্ণনা এসেছে, 'তিন শ্রেণীর লোকদের সাহায্য করাকে আল্লাহ (সুবঃ) নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন- (১) সেই মুজাহিদ, যিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন। (২) সেই ক্রীতদাস যে তার মালিকের সাথে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তির চুক্তি করেছে এবং (৩) সেই যুবক যে নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করতে চায়'।

<https://tinyurl.com/y6hmltr>

অনেকের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, তুমি বাসায় বিয়ের কথা বলেছো। বাসা থেকে ইসলাম প্র্যাকটিস করেনা, পর্দা করেনা এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ঠিক করেছে। বাসা থেকে অনেক জোর দিচ্ছে। ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে- 'বিয়ে করে বউকে তোর মতো হুজুর বানিয়ে নিস' এরকম অনেক কথার মাধ্যমে তোমার ব্রেইন ওয়াশ করার চেষ্টা করছে। তুমি ছোট থেকেই ফ্যামিলির সব কথা শুনে এসেছো। এখন কী করবে ? পরিবারের সবার মতের বিরুদ্ধে যাবে? নাকি ফ্যামিলির কথা মতো নন প্র্যাক্টিসিং মেয়েকেই বিয়ে করবে?

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এর একটি ঘটনা শোনানো যাক। তাঁর পুরো জীবন বিশেষ করে যৌবন তিনি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। কোন কোন বর্ণনামতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের বাহিরে ইসলাম গ্রহণ করা চতুর্থ ব্যক্তি, আবার কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি সেই দশজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে একজন যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

সাদ রাদিআল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনো তাঁর জীবনের ২০টি বসন্ত পার হয়নি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি অন্ধকারে ছিলেন। এমন সময় আকাশে একটা চাঁদ উঠে সবকিছু আলোকিত করে দিল। তিনি চাঁদটাকে অনুসরণ করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পড়ে তিনি আবু বকর, আলী এবং জায়েদ ইবন হারিসা রাদিআল্লাহু আনহুম দের সেই চাঁদটা অনুসরণ করতে দেখলেন।

এই স্বপ্নের কিছুদিন পরেই তিনি আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাদ রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর মায়ের খুবই অনুগত ছিলেন। মা বাবার অবাধ্য, মক্কার দুষ্ট ছেলেদেরকে প্রায়ই শুনতে হত, 'দেখ, সাদ কে দেখ ! সে তার মায়ের কত অনুগত ! হতচ্ছাড়া তোরা সাদের মত হতে পারিস না?'।

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসার পর সাদ রাদিআল্লাহ্ আনহুকে তাঁর পরিবারের বিশেষ করে তাঁর মায়ের প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর মা তাঁর নিকট এসে বললেন, “সাদ! তুমি যদি মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ না কর তাহলে আমি খাবার, পানি কিছুই স্পর্শ করব না এবং মক্কার গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকব। এভাবে আমি যখন মারা যাব তখন মক্কার লোকজন তোমাকে দেখিয়ে বলবে এই পিশাচটা তার নিজের মাকে খুন করেছে”।

একদিন চলে গেল। সাদের মা কোন কিছুই খেলেন না। দুই দিন চলে গেল সাদের মা এদিনো কোন কিছুই পানি স্পর্শ করলেন না। তার শরীর প্রচন্ড খারাপ হয়ে গেল। তিন নাম্বার দিন সাদ রাদিআল্লাহ্ আনহু তাঁর মাকে ঘেয়ে বললেন, “ইয়া উম্মি! আপনার যদি ১০০টা প্রাণ থাকে আর আপনি যদি এভাবে আপনার ১০০টা প্রাণ কেও হত্যা করেন তাহলেও আমি আমার ইসলাম ত্যাগ করব না। ছেলের এমন পাহাড়ের মত দৃঢ়তা দেখে তাঁর মা অনশন ভঙ্গ করেন। (পরবর্তীতে সাদ রাদিআল্লাহ্ আনহুএর মা ইসলাম কবুল করেন। এই কাহিনী ইনশা আল্লাহ্ আর এক দিন বলা হবে)।

রহমান আল্লাহ্ সাদ (রাদিআল্লাহ্ আনহু) এর দৃঢ়তাকে সম্মান জানানোর জন্য কুর’আনে আয়াত নাযিল করলেন যেটি কিয়ামাত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।

“আমি মানুষদের আদেশ করেছি তারা যেন তাদের পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু তারা যদি তোমাকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করার আদেশ দেয় যে ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই তাহলে তাদের মান্য করো না।”

<https://tinyurl.com/y5nekf8x>

আশা করছি, আমরা বুঝে গিয়েছি এরকম মুহুর্তেকী করতে হবে। ভাই, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা যাবেনা। সেটা দেশের সংবিধান, প্রধানমন্ত্রী হোক আর বাবা-মা’ই হোক। যে মেয়ে ২০-২৫ বছরে ইসলাম নিয়ে সিরিয়াস হয়নি, সেই মেয়ে বিয়ের একদম পর পরেই ইসলাম নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যাবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রোযা রাখবে, পরিপূর্ণভাবে পর্দা করবে, ফ্রি মিক্সিং এড়িয়ে চলবে, মুভি সিরিয়াল দেখবেনা, ফেইসবুক ইনস্টাগ্রামে রং ঢঙ্গের ছবি দেবেনা, টিকটকে ভিডিও বানাবেনা – এগুলো হাস্যকর শোনাচ্ছে না? যেই মেয়ে আল্লাহ্কে ভালোবেসে এগুলো ছাড়তে পারেনি, সেই মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে এগুলো ছেড়ে দিবে? মুভি,উপন্যাসে এরকম হয়, কিন্তু বাস্তবে হয়না। আর যদি দেয়ও সেটার মূল্য কতোটুকু? আল্লাহ্‌র কাছে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে? আল্লাহর জন্য তো সে দ্বীনে ফিরে আসেনি, সে ফিরে এসেছে তোমার কারণে, তোমার ভালোবাসায়। ঐ মেয়ের নিয়তেই তো ঘাপলা। বিখ্যাত সেই হাদীসের কথা তো জানোই- প্রকৃতপক্ষে সকল কাজের ফলাফল তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

ভাই আমরা কখনোই এমন মেয়েকে বিয়ে করবোনা। বাবা মা যতো কথায় বলুক না কেন। যতো অভিমানই করুক না কেন। ‘... এতো কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছে, আমাদের কোনো শখ আল্লাদ নেই,তুই আমাদের এতো কষ্ট দিচ্ছিস আল্লাহ কী বলেননি বাবা মাকে কষ্ট দেওয়া যাবেনা, তাদের প্রতি উহ, শব্দটিও উচ্চারণ করা যাবেনা, তোকে পেটে ধরে আমি ভুল করেছি ব্লা ব্লা .....’ কোনো কথাতেই আমাদের মন যেন না গলে। বাবা মার কোনো অধিকার নেই তুমি কাকে বিয়ে করবে কাকে করবেনা সেটা ঠিক করে দেওয়ার। এই অধিকার ইসলাম সম্পূর্ণভাবে তোমাকে দিয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে পাত্রীর দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তুমি যদি আল্লাহর এই আদেশ মানতে গিয়ে বাবামার মনে কষ্ট দাও, তোমার কোনো পাপ হবেনা।

ভাই এটা শয়তানের খুব কার্যকরী ফাঁদ। ভুলেও এ ফাঁদে পা দেওয়া চলবেনা। ভুলেও না। কতো জজবাওয়ালা ভাইদের দেখলাম এই ফাঁদে পড়ে ভিজে বেড়াল হয়ে যেতে, দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে। বউকে দ্বীনদার বানাবে কি নিজেই দ্বীন হারিয়ে ফেলেছে। দাড়ি কেটে ফেলেছে, সিনেমাহলে মুভি দেখতে যাচ্ছে, ফেইসবুকে ছবি দিচ্ছে জড়াজড়ি করে। ভাই, অধিকাংশ পুরুষই তার স্ত্রীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা ভুলেও এই কাজ করবোনা।

অনেকদিন আগের এক মুজাহিদ এক খারেজি মহিলাকে বিয়ে করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল মহিলাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভালো করা।

ঐ লোকের পরিণতি কী হয়েছিল জানো? অনুমান করার চেষ্টা করোতো!... ঐ লোক খারিজিদেরই সর্দার হয়ে গিয়েছিল। মুজাহিদ থেকে জাহান্নামের কুকুর খারিজিদের সর্দার! ভাই আমরা এই ভুল করবোনা। কোনো রিস্ক নেবোনা। বিয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই মেয়ের দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেবো।